ওগো কুহোবাসিনী, আমি তোমারে চিনি

কাজী জহিরুল ইসলাম

কুহোবাসের গল্প নরমা আমাকে আগেই বলেছিল । নরমা মুয়াম্বাজি । নাইজেরিয়ার মেয়ে ।

এফিক সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস নাইজেরিয়া এবং ক্যামেরুনে । এই সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশ্বাস করে যে মেয়ের কোমর যতো মোটা সেই মেয়ে তত বেশি সুন্দরী । বিষয়টি এফিকদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এজন্য ওদের সংস্কৃতির একটি অংশ হলো 'কোমর মোটাকরণ প্রক্রিয়া' । প্রতিটি মেয়েকেই 'কোমর মোটাকরণ প্রক্রিয়া' পালন করতে হয় । ঋতুবতী হওয়ার পর থেকে বিয়ের আগে যে কোন এক সময় এটি করতে হয় ।

কুহোবাসিনী এক এফিক যুবতী

কালাবাসের ওপর কারুকর্ম

প্রথাগত কোমর মোটাকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য রয়েছে মোটাকরণ গৃহ । স্থানীয় ভাষায় এই ঘরকে বলা হয় 'কুহো' । আধুনিক এফিক সম্প্রদায়ের মেয়েরা এই পর্বটি পালন করে বিয়ের কিছুদিন আগে । কুহোতে কণের দেখা-শোনা করেন বাড়ির বয়স্ক নারীরা । এ সময়ে কণেকে বাইরের কারো সাথে দেখা করতে দেওয়া হয় না । শুধু তাই নয়, এই সময়ে কুহোর বাইরে যাওয়াও নিষেধ । একটি এফিক মেয়ের জীবনের এই সময়টাকে 'বিচ্ছিন্নকাল'ও বলা হয় । রোজ তিনবার তার শরীর ম্যাসাজ করা হয় । তিনবেলা প্রচুর খাবার খেতে দেওয়া হয় । এইসব খাবারের মধ্যে সাধারণত প্লান্টেইন (আফ্রিকার বিশেষ ধরণের, বিশাল আকৃতির কলা), কাসাবা, সুজি জাতীয় খাবার এবং সাথে মরিচের ঝোল থাকে । চিনির শরবত এবং প্রচুর পানি পান করানো হয় । খাওয়া এবং সুনির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ গ্রহন ছাড়া দিনের বাকী সময়টা কণেকে বধ্যতামূলকভাবে ঘুমিয়ে কাটাতে হয় ।

কুহোতে কণেকে গৃহস্থালি কাজ-কর্মও শেখানো হয় । যেমন রান্না করা, সন্তান পালন করা, স্বামীর যত্ন করা ইত্যাদি । স্বামীকে সুখী করা ও সুখী রাখার যাবতীয় কৌশলও তাকে শেখানো হয় । সাধারণত সুখী পরিবারের বয়স্কা নারীরা তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে কণেকে এই শিক্ষা দেন । প্রত্যেকেই তাদের জীবনের সফলতাগুলো পালা করে তুলে ধরেন । কুহোবাসের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ হলো সম্প্রদায়ের প্রথাগত আচার-আচরণ এবং নাচ-গান শেখা । এফিক সম্প্রদায়ের প্রধান নৃত্য *ইকোম্বি* শেখার ক্ষেত্রে কোন ধরণের ত্রুটি যেন না থাকে সেটা কুহোবাসকালীন সময়েই নিশ্চিত করা হয় । কালাবাসের (মাকাল জাতীয় ফল) ওপর কারুকর্ম করা এফিকদের প্রথা । এই কাজ প্রতিটি এফিক মেয়েকেই শিখতে হয় । কুহোবাসের সময় এটিও নিখুঁতভাবে শেখানো হয় । মোটকথা একটি মেয়ে কুহোবাসের মধ্য দিয়ে একজন পরিপূর্ণ এফিক নারী হয়ে ওঠে । শেষের কয়েক সপ্তাহ খাওয়া-দাওয়া এবং ঘুমের পরিমান বাড়িয়ে দেওয়া হয় ।

কুহো থেকে যেদিন মেয়েটি বেরিয়ে আসে সেটা উৎসবের দিন । সামর্থ অনুযায়ী মেয়ের পরিবার গ্রামের বা সম্প্রদায়ের লোকজনকে দাওয়াত করেন । উৎসব শুরু হয় বিকেল থেকে, চলে সমস্ত রাত । প্রচুর খাওয়া-দাওয়া এবং মদ্যপান করা হয় । প্রথাগত বাজনা এবং ইকোম্বি নৃত্য চলে সমস্ত রাত । প্রতিবেশি, বন্ধু, আত্মীয়রা কুহোত্তীর্ণ মেয়ের জন্য নানান রকমের উপহার সামগ্রী নিয়ে আসে । গান-বাজনার ফাকে ফাকে সেইসব উপহার সামগ্রী প্রদর্শন করা হয় এবং উপহার প্রদানকারীর নাম ঘোষণা করা হয় ।

সবশেষে মেয়েটি তার হবু স্বামীকে জড়িয়ে ধরে চুমু খায় এবং যুগল নৃত্য করে । উপস্থিত অতিথিরা তখন উঠে দাঁড়ায়, করতালি দেয় এবং ওদের নতুন জীবনকে স্বাগত জানায় । এরপর ঢোলবাদ্য আরো জোরে জোরে বাজতে থাকে এবং সকলে একসঙ্গে নাচতে শুরু করে । এভাবেই এফিক সম্প্রদায়ের মেয়েদের কুহোবাস সম্পন্ন হয় ।

জাতিসংঘ দিবসে প্রতিবছরই আমরা সুন্দরী নির্বাচনের একটি অনুষ্ঠানটি করি । এ বছর সেরা সুন্দরী নির্বাচিত হলো নরমা মুয়াম্বাজি । নরমা যখন ওর সুবিশাল নিতম্বখানি ভূমিকম্পের মতো কাঁপাচ্ছিল, বলতে দ্বিধা নেই, ওর দুইমণি শরীর আমাদের চোখে যতখানিই অসুন্দর লাগুক না কেন ওর অসাধারণ শৈল্পিক নিতম্বের কাঁপনে আমরা মুগ্ধ । এ শিল্পকর্ম প্রদর্শনের দক্ষতা কেবল আফ্রিকীয় নারীরই জানা, আর কারো পক্ষে তা সম্ভব নয় ।

নরমা যখন ক্রেস্ট হাতে নিয়ে আরো একবার দর্শকদের উদ্দেশে নিতম্বে কাঁপন তুললো, তখন মনে মনে খানিকটা গর্বও অনুভব করছিলাম এই ভেবে যে এই মেয়েটি শুধু আমার সহকর্মীই নয়, একজন ভালো বন্ধুও । মনে মনে নজরুল সঙ্গীতটি একটু পাল্টে দিয়ে গাইতে শুরু করলাম, আমি চিনিগো চিনি তোমারে ওগো কুহোবাসিনী ।

লেখক: কবি, জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক কর্মকর্তা